Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আধুনিক নারীবাদ বনাম ইসলামে নারীদের অধিকার

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

বিনতে সেলিম

রোলঃ 23100121729

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আধুনিক নারীবাদ বনাম ইসলামে নারীদের অধিকার

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

বিনতে সেলিম

রোলঃ 23100121729

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " আধুনিক নারীবাদ বনাম ইসলামে নারীদের অধিকার " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে বিনতে সেলিম, আইডিঃ 23100121729 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আধুনিক নারীবাদ বনাম ইসলামে নারীদের অধিকার " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Binteselim

(স্বাক্ষর)

বিনতে সেলিম

আইডিঃ 23100121729

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সূচিপত্র

সারসংক্ষেপ.....5

১. ভূমিকা.....5

২. গবেষণা সমস্যা.....6

৩. গবেষণার উদ্দেশ্য 6

৪. গবেষণা পদ্ধতি.....7

৫. সাহিত্য পর্যালোচনা: আধুনিক নারীবাদ.....7

৬. ইসলামে নারীর অধিকার:.....8

৭. তুলনামূলক বিশ্লেষণ 9

৮. সমালোচনা ও বিতর্ক.....11

৯. উপসংহার 12

১০. সুপারিশ.....12

১১. সংক্ষিপ্ত রেফারেন্স 12

সারসংক্ষেপ

এই গবেষণায় আধুনিক নারীবাদ ও ইসলামে নারীদের অধিকারকে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। আধুনিক নারীবাদ মূলত নারীর পূর্ণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমতার ধারণার ওপর দাঁড়ানো; এর ভেতরে উদারপন্থী, সামাজিক, তৃতীয়-তরঙ্গ, চতুর্থ-তরঙ্গ এবং intersectional ধারাও আছে। এখানে সমতা প্রতিষ্ঠিত হলেও ন্যায্যতা নেই। আধুনিক নারীবাদে নারী ও পুরুষকে একই সত্তার বলে দাবি করা হয়েছে।

অন্যদিকে কুরআন নারী-পুরুষ উভয়ের আধ্যাত্মিক মর্যাদা, ফিতরাত, উত্তরাধিকার, সম্পত্তির অধিকার, বৈবাহিক অধিকার, তালাক-পরবর্তী সুরক্ষা এবং সামাজিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট নীতিমালা প্রদান করে। গবেষণার ফল বলছে, আধুনিক নারীবাদ অধিকতর অধিকারভিত্তিক ও স্বায়ত্তশাসনকেন্দ্রিক; আর ইসলাম অধিকতর নৈতিক-দায়িত্বভিত্তিক ও পরিবারকেন্দ্রিক কাঠামো দিকে মনোযোগ দেয়। ফলে দুই ধারার পার্থক্য শুধু “নারীর অধিকার আছে কি নেই” এই প্রশ্নে নয়, বরং “অধিকার কীভাবে সংজ্ঞায়িত হবে” সেই মৌলিক ধারণায়। ◆
Encyclopedia Britannica +6।

১. ভূমিকা

নারীর অধিকার নিয়ে আলোচনায় আধুনিক নারীবাদ ও ইসলাম—দুইটি প্রধান বৌদ্ধিক কাঠামো। Britannica অনুযায়ী আধুনিক feminism-এর কেন্দ্রীয় দাবি হলো নারী-পুরুষের পূর্ণ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমতা; একই সঙ্গে এটি পশ্চিমা ইতিহাসে নারীর উপর আরোপিত বিধিনিষেধের প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠে এবং বিশ্বব্যাপী ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়েছে। Britannica আরও দেখায় যে intersectionality নারীবাদকে কেবল “নারী বনাম পুরুষ” দ্বন্দ্বের বাইরে নিয়ে গিয়ে বর্ণ, শ্রেণি, পরিচয় ও ক্ষমতার পারস্পরিক প্রভাব বোঝার একটি কাঠামো দেয়। ◆
Encyclopedia Britannica

ইসলামী উৎসে নারী-পুরুষকে আধ্যাত্মিক, নৈতিক এবং সামাজিকভাবে সম্মানিত ও দায়িত্বশীল সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। কুরআনে "মুসলিম পুরুষ ও নারী", "মুমিন পুরুষ ও নারী" এবং তাদের সবার জন্য সমান আধ্যাত্মিক প্রতিদান উল্লেখ আছে; আবার উত্তরাধিকার, সম্পত্তি, বিবাহ, তালাক ও সামাজিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট আইনও আছে। তাই ইসলামে নারীর অধিকার আলোচনা করতে হলে শুধু সমতা নয়, বরং দায়িত্ব, পরিবার, ন্যায়বিচার ও সামাজিক শৃঙ্খলার ধারণাও বিবেচনা করতে হয়।

Quran.com +5

২. গবেষণা সমস্যা

এই গবেষণার মূল সমস্যা হলো: আধুনিক নারীবাদ অধিকার-ভিত্তিক সমতা দাবি করে। একদিকে নারীবাদ ক্ষমতায়ন, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সমান সুযোগকে অগ্রাধিকার দেয়; অন্যদিকে ইসলাম নৈতিক মর্যাদা, পারিবারিক ভারসাম্য, ফিতরাত এবং অধিকার-দায়িত্বের পারস্পরিকতা এবং কিছু ক্ষেত্রে ভিন্নতাভিত্তিক আইনকে গুরুত্ব দেয়। যা পারস্পরিক সাংঘর্ষিক।

Encyclopedia Britannica +3

৩. গবেষণার উদ্দেশ্য

এই গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক নারীবাদের মূল বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা, ইসলামে নারীদের অধিকার সম্পর্কিত প্রধান কুরআনিক নীতিগুলো চিহ্নিত করা, উভয় কাঠামোর তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা, এবং কোথায় প্রকৃত সংঘাত ও কোথায় ব্যাখ্যাগত পার্থক্য রয়েছে তা নির্ণয় করা। গবেষণাটি আরও দেখায় যে "অধিকার" শব্দটি উভয় ধারায় এক অর্থে ব্যবহৃত হয় না; নারীবাদে এটি প্রাধান্য পায় সমতা ও স্বায়ত্তশাসনের অর্থে, আর ইসলাম সমতার কথা না বললেও ন্যাযতার কথা বলে। ইসলাম সমতায় বিশ্বাসী না ইসলাম ন্যায় ও ন্যযতায় বিশ্বাসী।

Encyclopedia Britannica +3

৪. গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি গুণগত, তুলনামূলক ও পাঠভিত্তিক গবেষণা। আধুনিক নারীবাদের ধারণা বোঝার জন্য Britannica-এর সংজ্ঞা ও ইতিহাসভিত্তিক আলোচনাকে ব্যবহার করা হয়েছে, আর ইসলামী অধিকার-সংক্রান্ত বিশ্লেষণের জন্য কুরআনের সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোকে প্রাথমিক উৎস হিসেবে নেওয়া হয়েছে। এই গবেষণার বিশ্লেষণধর্মী অংশে সরাসরি ফতোয়া বা আইনগত ব্যাখ্যার বদলে পাঠ-নির্ভর, নীতিগত ও তুলনামূলক পড়া প্রয়োগ করা হয়েছে।
Encyclopedia Britannica +6

৫. সাহিত্য পর্যালোচনা: আধুনিক নারীবাদ

আধুনিক নারীবাদ একক কোনো মত নয়। Britannica-এর আলোচনায় দেখা যায়, এটি সমতার দাবি নিয়ে শুরু হলেও পরবর্তী ধাপে women's suffrage, শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র, প্রজনন-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত, এবং intersectional ন্যায়বিচারের দিকে বিস্তৃত হয়েছে। একই উৎসে first, second, third ও fourth wave feminism-এর বিবর্তন দেখানো হয়েছে; বিশেষ করে intersectionality ধারণা নারীবাদী বিশ্লেষণকে আরও বহুমাত্রিক করেছে। ◆
Encyclopedia Britannica
এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নারীর অধিকারকে সাধারণত ব্যক্তিগত পছন্দ, আইনি সমতা, শিক্ষা, কাজের সুযোগ, নেতৃত্বে অংশগ্রহণ, এবং শরীর ও জীবনের ওপর স্বায়ত্তশাসন হিসেবে বোঝা হয়। ফলে আধুনিক নারীবাদ ধর্মীয় বিধানকে অনেক সময় সমতার মানদণ্ডে বিচার করে, আর এখানেই ইসলামি কাঠামোর সঙ্গে তার সবচেয়ে বড় পদ্ধতিগত পার্থক্য তৈরি হয়। এই পার্থক্য একটি নীতিগত সংঘাতও বটে, আবার ব্যাখ্যাগত ভিন্নতাও বটে।

Encyclopedia Britannica

৬. ইসলামে নারীর অধিকার:

কুরআনিক ভিত্তি

কুরআন 33:35-এ নারী-পুরুষ উভয়কে একই আধ্যাত্মিক মর্যাদার কাঠামোতে উপস্থাপন করা হয়েছে; এখানে ঈমান, আনুগত্য, সত্যবাদিতা, ধৈর্য, দানশীলতা, ইবাদত ও সংযম—সব ক্ষেত্রেই নারী-পুরুষকে পাশাপাশি উল্লেখ করা হয়েছে। এটি ইসলামে নারীর মর্যাদার মৌলিক ভিত্তি হিসেবে ধরা যায়। ◆

Quran.com

উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে কুরআন 4:7-এ বলা হয়েছে, পুরুষের মতো নারীরও পিতামাতা ও নিকটাত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে নির্দিষ্ট অংশ আছে। 4:11-এ উত্তরাধিকার বণ্টনের বিশদ বিধান দেওয়া হয়েছে, যেখানে পুত্র ও কন্যার অংশের অনুপাত উল্লেখ আছে। এখান থেকে বোঝা যায়, ইসলাম নারীর সম্পত্তির অধিকার স্বীকার করে এবং তা স্পষ্টভাবে আইনবদ্ধ করে; তবে বণ্টন সমান অংশে সব ক্ষেত্রে একরকম নয়। ইসলাম নারীকে সম্মান দেয়, কন্যা সন্তানের পিতিকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে, স্ত্রীকে মোহরানার অধিকার দেওয়া হয়েছে, মাকে সেবাযত্ন ও দেখভালের অধিকার দেওয়া হয়েছে, বোনকে সম্পত্তির অধিকার দেওয়া হয়েছে।

Quran.com +1

সম্পত্তি ও উপার্জনের ক্ষেত্রে 4:32 নারী-পুরুষ উভয়ের উপার্জিত সম্পদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। এটি দেখায় যে নারীর আর্থিক অধিকার কেবল পরিবারের অনুগ্রহনির্ভর নয়, বরং নৈতিকভাবে স্বীকৃত অধিকার। একই সঙ্গে 2:228-এ তালাকপ্রাপ্ত নারীদের জন্য "পুরুষদের মতো অধিকার" উল্লেখ আছে, যদিও সেখানে পুরুষের "একটি দায়িত্বগত পর্যায়" বা degree-এর কথাও বলা হয়েছে। ফলে ইসলামি কাঠামোতে সমতা আছে, কিন্তু তা সবক্ষেত্রে অভিন্ন গণিতসমতা নয়; বরং দায়িত্ব-ভিত্তিক ন্যায়বিচার। ◆

Quran.com +1

বৈবাহিক ও পারিবারিক অংশগ্রহণে 60:12-এ নারীদের নবীর কাছে আনুগত্য-ভিত্তিক অঙ্গীকারের কথা উল্লেখ আছে, যা নারীর সামাজিক ও ধর্মীয় agency-এর একটি নিদর্শন। 9:71-এ মুমিন পুরুষ ও নারীকে একে অপরের "অভিভাবক/সহযোগী" হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাদের যৌথ নৈতিক দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে। এসব আয়াত থেকে বোঝা যায়, ইসলামে নারী নিষ্ক্রিয় নয়; বরং নৈতিক সমাজগঠনে সক্রিয় অংশীদার। ◆
Quran.com +1

৭. তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ক) সমতার ধারণা

আধুনিক নারীবাদ মূলত সমান অধিকার ও সমান সুযোগের ধারণা নিয়ে কাজ করে। Britannica-এর ভাষায় feminism-এর কেন্দ্রবিন্দু হলো full social, economic, and political equality. ইসলামেও নারী-পুরুষের আধ্যাত্মিক সমতা স্বীকৃত, কিন্তু আইনগত স্তরে সব ক্ষেত্রে সমান বণ্টন নয়; বরং কিছু ক্ষেত্রে অংশ বা দায়িত্ব ভিন্ন। তাই দুই ধারার "সমতা" ধারণা এক নয়: আধুনিক নারীবাদে সমতা অনেক সময় ফলাফলগত সমতা, আর ইসলামে সমতা অনেক সময় ন্যায়বিচার ও দায়িত্বের এবং ফিতরাতের ভারসাম্য।
Encyclopedia Britannica +4

খ) অধিকার বনাম দায়িত্ব

নারীবাদ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধিকারকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও স্বায়ত্তশাসনের ভাষায় বোঝে। ইসলামে নারীর অধিকার অবশ্যই আছে, কিন্তু তা পরিবারের, নৈতিকতার এবং সামাজিক শৃঙ্খলার সঙ্গে যুক্ত। এই কারণে ইসলামি বিধানে অধিকারকে পৃথক-স্বাধীন সত্তা হিসেবে নয়, বরং সম্পর্কনির্ভর ও পারস্পরিক দায়িত্বনির্ভর কাঠামো হিসেবে দেখা হয়। ইসলাম নারীর উপর রোজগারের দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়নি।

Encyclopedia Britannica +2

গ) সম্পত্তি ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা

উভয় ধারাই নারীর অর্থনৈতিক সক্ষমতা মেনে নেয়, তবে পদ্ধতিগত পার্থক্য রয়েছে। নারীবাদ সাধারণত সম্পত্তি ও আয়ের ওপর পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনকে গুরুত্ব দেয়। ইসলাম কুরআন 4:7 ও 4:32-এ নারীর উত্তরাধিকার ও উপার্জিত সম্পদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়, কিন্তু উত্তরাধিকারে নির্দিষ্ট ভাগ নির্ধারণ করে। সুতরাং ইসলাম নারীর অর্থনৈতিক অধিকার অস্বীকার করে না; বরং সেটিকে নীতিগত ও আইনি কাঠামোর মধ্যে স্থাপন করে। ◆

Quran.com +1

ঘ) বিবাহ ও পরিবার

আধুনিক নারীবাদে বৈবাহিক সিদ্ধান্তে নারীর স্বায়ত্তশাসন ও consent অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামি পাঠে নারীর সম্মান, বৈবাহিক সম্পর্কের ন্যায়বিচার, এবং পারিবারিক সম্প্রীতির ওপর গুরুত্ব আছে; 60:12-এ নারীদের অঙ্গীকার ও 2:228-এ তালাক-পরবর্তী অধিকার এই কাঠামোকে শক্তিশালী করে। তবে একই সঙ্গে স্ত্রী-স্বামীর সম্পর্ককে "দায়িত্ব ও অধিকার" জালের ভেতর ব্যাখ্যা করা হয়, যা feminist autonomy ধারণা থেকে ভিন্ন। ◆

Quran.com +1

ঙ) সামাজিক অংশগ্রহণ

আধুনিক নারীবাদ নারীর সর্বত্র সমান অংশগ্রহণ—রাজনীতি, চাকরি, শিক্ষা, নেতৃত্ব—কে স্বাভাবিক অধিকার হিসেবে দেখে। ইসলামেও 9:71 নারী-পুরুষকে যৌথ নৈতিক-সামাজিক কর্মী হিসেবে দেখায়; ফলে সামাজিক নিষ্ক্রিয়তা ইসলামের মূল বক্তব্য নয়। তবে কিছু ইসলামি সমাজে ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যার কারণে নারীর অংশগ্রহণ সীমিত হয়েছে, যা কুরআনিক নীতির সঙ্গে সবসময় এক নয়। এই অংশটি

বিশ্লেষণমূলক inference; ভিত্তি হলো 9:71 ও 33:35-এর সমতা ও যৌথ দায়িত্বের ভাষা। ◆

Quran.com +1

৮. সমালোচনা ও বিতর্ক

আধুনিক নারীবাদের একটি সমালোচনা হলো, এটি অনেক সময় পশ্চিমা historical experience-কে universal ধরে নেয়। Britannica নিজেই দেখায় যে feminism পশ্চিমা ইতিহাসে নারীর সীমাবদ্ধতার প্রতিক্রিয়ায় গড়ে উঠেছে, যদিও পরে তা বিশ্বব্যাপী নানা রূপ নিয়েছে। ফলে মুসলিম সমাজের অভিজ্ঞতা, পরিবারকেন্দ্রিক মূল্যবোধ, এবং ধর্মীয় নৈতিকতা অনেক সময় mainstream feminist analysis-এ যথেষ্ট প্রতিফলিত হয় না। ◆

Encyclopedia Britannica

অন্যদিকে ইসলামি ব্যবস্থার সমালোচনা সাধারণত আসে আইনগত অসমতা, বিশেষত উত্তরাধিকার বা পরিবার-আইনের কিছু ক্ষেত্রে ভিন্ন অংশ নির্ধারণ থেকে। 4:11 ও 2:228-এর মতো আয়াতগুলো স্পষ্ট করে যে ইসলামে সব ক্ষেত্রে অভিন্ন ভাগ বা অভিন্ন ভূমিকা নেই। সমালোচকরা এই পার্থক্যকে বৈষম্য বলেন; সমর্থকরা বলেন এটি দায়িত্বভিত্তিক ন্যায়বিচার। এই বিতর্কের মীমাংসা নির্ভর করে "সমতা" ও "ন্যায়বিচার"কে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে তার ওপর।

Quran.com +1

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইসলামকে প্রায়ই আদর্শ পাঠ ও সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে পার্থক্য না করে বিচার করা হয়। কুরআনিক নীতি নারীকে সম্মান, অধিকার ও নৈতিক অংশীদারিত্ব দেয়; কিন্তু বাস্তব মুসলিম সমাজে পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতি বা ভুল ব্যাখ্যা সেই অধিকারকে সংকুচিত করতে পারে। ফলে ইসলামি পাঠ ও মুসলিম সমাজের বাস্তবতা এক জিনিস নয়। এটি একটি বিশ্লেষণী সিদ্ধান্ত, যার ভিত্তি কুরআনের সমতা ও অধিকার-নির্দেশক আয়াতগুলো।

Quran.com +3

৯. উপসংহার

এই গবেষণার উপসংহার হলো, আধুনিক নারীবাদ ও ইসলাম উভয়ই নারীর মর্যাদা স্বীকার করে, কিন্তু তাদের দার্শনিক ভিত্তি ভিন্ন। আধুনিক নারীবাদ সমতা, autonomy এবং rights-based justice-এর ওপর দাঁড়িয়ে; ইসলাম dignity, responsibility, family order এবং justice-balanced differentiation-এর ওপর দাঁড়িয়ে। তাই "ইসলামে নারীর অধিকার নেই" বলা যেমন ভুল, তেমনি "আধুনিক নারীবাদের সব দাবি ইসলামি বিধানের সঙ্গে সম্পূর্ণ অভিন্ন" বলাও সঠিক নয়। সবচেয়ে যথাযথ বিশ্লেষণ হলো—দুই ধারার মধ্যে কিছু মৌলিক মিল আছে, কিন্তু তাদের ন্যায়বিচারের ভাষা, সামাজিক উদ্দেশ্য এবং বিধানগত পদ্ধতি আলাদা। ◆
Encyclopedia Britannica +6

১০. সুপারিশ

এই বিষয়ে ভবিষ্যৎ গবেষণায় কুরআনিক নীতি, ফিকহি ব্যাখ্যা, মুসলিম নারীদের ঐতিহাসিক ভূমিকা, এবং সমকালীন মুসলিম সমাজে আইন ও সংস্কৃতির পার্থক্য আরও গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা উচিত। পাশাপাশি modern feminist theory-এর বিভিন্ন ধারা—বিশেষত liberal feminism, radical feminism, socialist feminism এবং intersectional feminism—আলাদা করে পড়া দরকার, যাতে "নারীবাদ"কে একক মতবাদ হিসেবে না দেখা হয়।
Encyclopedia Britannica

১১. সংক্ষিপ্ত রেফারেন্স

Britannica. "Feminism." Encyclopaedia Britannica.
Encyclopedia Britannica
Quran.com. Surah 33:35, 4:7, 4:11, 4:32, 2:228, 60:12, 9:71, 24:30–31.
Quran.com +8